যায়যায়দিন

তারিখ ... 11 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে কিছু কথা

সাইফুজ্জামান

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। দেশের পাঁচজন বুদ্ধিজীবী ছাত্ররাজনীতির নেতিবাচকতা, বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড ও মূল রাজনীতিতে এর বিরূপতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আওয়ামী লীগকে ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই পাঁচ বুদ্ধিজীবী আমাদের জাতীয় বিবেক। দেশের দুর্যোগ-দুর্বিপাকে এরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। অথচ জাতি বিস্মৃত হবে না, ষাট দশকে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি গৌরবদীপ্ত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষাট দশকে ছাত্ররাজনীতির আওতাধীন ছিল ছাত্রদের শিক্ষা উপকরণ সঙ্কট ও আবাসন সমস্যা। পাকিস্তানি শাসনের দুঃসময়ে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল অগ্রবর্তী। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল একাট্টা। জনগণকে সংগঠিত করে ছেষট্টির ছয় দফা, পরে এগার দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং পরে পাকিস্তান শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা টালবাহানার বিরুদ্ধে তদানীন্তন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তেজোদীপ্ত ভূমিকার কথা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সংগঠন ছিল ছাত্রলীগ। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনসহ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ছাত্র সংগঠনগুলো পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ। সেই উত্তাল সময় ছাত্রনেতারা আদর্শচ্যুত হয়নি। তারা লেখাপড়ার সীমানা ছেড়ে অর্থ-প্রতিপত্তি অর্জনে চেষ্টা করেনি। স্বাধীনতার পর অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা থমকে যায়। ছাত্ররাজনীতিতে সন্ত্রাস ঢুকে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পরে খোলা জিপে মহড়া প্রদর্শন, টেন্ডার, হল দখল ও ঠিকাদারি কাজে ছাত্রনেতাদের বিপুল অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রনেতারা জাতীয় রাজনীতির বিভাজন প্রক্রিয়ায় শামিল হয়। পরস্পর অশ্রদ্ধাবোধ, মত-মতান্তরে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন ও অস্ত্রের মহড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছাত্ররাজনীতিতে, সেই গৌরবের ইতিহাস ম্লান হয়ে যায়। দীর্ঘ দুই বছর দেশে একটি সাংবিধানিক তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতিবিদদের রাজনীতিবিহীন ও ক্ষমতাহীন করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণ ঘটে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে।

বর্তমান সরকার সারে ভর্তুকি দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি কমিয়ে আনাসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ সুনামের সঙ্গে করেছে। কিন্তু ছাত্র ও যুব সংগঠনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে হত্যা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।

ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ইতিহাস আর অর্জনের নানাদিক আজ চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। আমরা কেউ ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে নই। আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসুক। ছাত্ররাজনীতি হোক ইতিবাচক। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতি উন্নয়নে নিবেদিত থেক। প্রযুক্তি ও মেধা ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখুক।

মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা সমাধান নয়। কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীদের জন্য ছাত্র সংগঠন বিলুপ্তি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রধানমন্ত্রী নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সিনিয়র নেতারা বাদ পড়েছেন। আওয়ামী লীগ পুরনো সংগঠন, শেখ হাসিনা নতুন মুখদের নিয়ে মন্ত্রিসভা পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছাত্রলীগের ব্যাপারে এখন তাকে কঠোর ভূমিকায় নামতে হবে। ঘোষণা দিয়েও সন্ত্রাস দমন করা কেন যাচ্ছে না, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

পুরনো সংগঠনে নানা মত-মতান্তর থাকে। কিন্তু সংগঠন পরিচালনায় প্রয়োজন দক্ষতা ও দূরদর্শিতা। আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ত্যাগী নেতা ও দক্ষ সংগঠকও আছেন। প্রয়োজন মিলিত প্রচেষ্টা। সিনিয়র নেতাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র সংগঠনে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। অস্ত্রবাজরা ছাত্রসংগঠনে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেদিকে খেয়াল দিতে হবে। (অস্ত্রসজ্জিত) ক্যাডার দিয়ে সংগঠন পরিচালনা করা কাম্য নয়। অস্ত্রবাজ প্রভাব বিস্তারকারী পড়ুয়া ছাত্রদের এটা আদর্শ হতে পারে না।

পড়ালেখা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া ছাত্রদের মিলিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্রলীগকে ছাত্র ইউনিয়নের মতো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আমাদের দেশে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত সংগঠনগুলোর অন্যতম শক্তি ছাত্র সংগঠন। এই ছাত্র সংগঠনে নিয়মতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনা কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নয়।

ছাত্র সংগঠনে অঞ্চলভিত্তিক কিংবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যতই শক্তি থাকুক না কেন, দলীয় শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও মেধাভিত্তিক জ্ঞানচর্চা যে কোনো শক্তির চেয়ে শক্তিশালী।

মূল সংগঠনের অভিজ্ঞ নেতৃত্বের কর্মপরিকল্পনা ও কাজের বিস্তার ছাত্র সংগঠনের অমেধাবীদের বিতাড়নে সহায়ক হয়ে উঠুক- এটাই প্রত্যাশা।

ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করে নয়, মূল সংগঠনে ছাত্র সংগঠনকে সম্পৃক্ত রেখে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন আনা দরকার। আশা করি সেভাবে বিকশিত হবে ছাত্র সংগঠন।

সাইফুজ্জামান: প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক
saifuzzaman12@yahoo.com